ঈশ্বরের রচনা

(God's Workmanship)

আদিপুস্তক ২৯ অধ্যায় ২৯-৩০ পদ

গত সপ্তাহে আমরা যাকোবকে বেথেল থেকে পদ্দন-অরামের উদ্দেশে যাত্রা করতে দেখেছি। আমরা আরও দেখেছি, ঈশ্বরের অনুগ্রহে যাকোবের সঙ্গে তার মামার মেষপালকদের ও রাহেলের সাক্ষাৎ হয়েছে। শেষে যাকোবের সঙ্গে মামা লাবনের সাক্ষাৎ ও রূপবতী রাহেলকে বিয়ে করার ইচ্ছায় আমরা যাকোবকে জগতের পদ্ধতিতে লাবনের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে দেখেছি। সাত বৎসরের দাস্যকর্মের বিনিময়ে রাহেলকে বিয়ে করার কথা ঠিক হয়েছে।

আমরাও যখন প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হই, তখন আমাদের মধ্যে যে সাধারণ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তা হল, জগতের পদ্ধতি মেনে পরিস্থিতির মুকাবিলা। হতে পারে, বেথেলে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের ঘটনা বেশি দিনের পুরানো নয় এবং ঈশ্বর বারবার তাঁর তত্ত্বাবধানের কথা আমাদের বলেছেন, তথাপি আমরা যখন বাস্তব-ব্যবধান *(reality gap)* অনুভব করি, তখন আমাদের মধ্যে জগতকে অনুসরণ করার পুরানো প্রলোভন পুনরায় বেড়ে যায়। বাস্তব-ব্যবধান বলতে আমরা বুঝি, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা এবং আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে ব্যবধান। এমন পরিস্থিতিতে আমরা যে প্রলোভন অনুভব করি, তা হল, জগতের সঙ্গে আপোষ করার ইচ্ছা, জগতের সমস্যা জগতের পদ্ধতিতে সমাধান করার ইচ্ছা। এমন প্রলোভনকে সর্বদা আমাদের বাধা দেওয়া প্রয়োজন, কারণ যে বাস্তব-ব্যবধান আমাদের এমন কাজ করতে প্রলুব্ধ করে, তা কখনও এই পদ্ধতিতে দূর হয় না।

ক। যাকোব প্রবঞ্চিত: যাকোব জগতের পদ্ধতি মেনে মামা লাবনের সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করেছিল। সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক লেনদেন অনুসারে সে তার মামাকে বলেছিল, ***"আপনার কনিষ্ঠা কন্যা রাহেলের জন্য আমি সাত বৎসর আপনার দাস্যকর্ম করব"*** (১৮ পদ)। তখন যাকোবের এই কথার উত্তরে মামা লাবন যাকোবকে যে কথা বলেছিল, তা হল, ***"অন্য পাত্রকে দান করা অপেক্ষা তোমাকে দান করা উত্তম বটে, আমার কাছে থাক"*** (১৯ পদ)। লাবনের এই কথার মধ্যে দান করার কথা বলা হলেও, সে যাকোবকে তার কোন মেয়েকে দেবে, তা কিন্তু উল্লেখ করেনি। এখন, মামার এই কথা শুনে যাকোব রাহেলকে পাবার স্বপ্ন দেখেছে, আর সেই স্বপ্ন অনুসারে তার কাছে এক এক বৎসর এক এক দিন বলে মনে হয়েছিল (২০)। কিন্তু লাবন মনে মনে অন্য ফন্দি এঁটেছিল। রাহেলের প্রতি যাকোবের দুর্বলতা লাবন ভালো করেই জানত, আর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লাবন যাকোবকে প্রতারিত করতে চলেছে। তাই সাত বৎসর শেষে, যখন রাহেলকে বিয়ে করার সময় উপস্থিত হয়েছে, যাকোবের স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার পরিবর্তে যাকোব হতাশাগ্রস্ত হয়েছে। ২৫ পদে বলা হয়েছে, ***"আর প্রভাত হলে দেখ, সে লেয়া।"*** যাকোব ভেবেছিল, সাত বৎসর দাস্যকর্ম শেষ করে সে তার ভালোবাসার রাহেলকে পেয়েছে, কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখছে, তার সঙ্গে রাহেল নয়, লেয়াকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যাকোব ভেবেছিল, সে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এবং পরিষ্কার ভাবে লাবনের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন করেছে, বিশেষ করে সাত বৎসর দাস্যকর্ম করার পর, কার সঙ্গে তার বিয়ে হবে, সে বিষয়ে। কারণ সে লাবনের জ্যেষ্ঠা কন্যা লেয়াকে নয়, কিন্তু কনিষ্ঠা কন্যা রাহেলকে চেয়েছিল; যাদের বিষয় বলা হয়েছে, ***"লেয়া মৃদুলোচনা (দুর্বল চোখ), কিন্তু রাহেল রূপবতী ও সুন্দরী ছিল"*** (১৭ পদ)। কিন্তু জগতের প্রতিনিধি মামা লাবনের বৈশিষ্ট্য হল, কথা মেনে কাজ করার পরিবর্তে, কথা ঘুরানো। লাবনের যুক্তি হল, সে যাকোবকে বিনা পয়সায় দাস্যকর্ম করায়নি, সাত বৎসরের দাস্যকর্ম শেষে বেতন হিসাবে সে তার নিজের কথা মতো যাকোবকে এক কন্যাকে দিয়েছে, সে রাহেলের পরিবর্তে লেয়া হলেও, কিছু এসে যায় না। যাকোব যখন মামার চালাকি ধরতে পেরেছে, তখন সে মামাকে বলেছে, ***"তবে কেন আমাকে***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

প্রবঞ্চনা করলেন?'' (২৫ পদ)। কার মুখে কী কথা!!! যে এতকাল অন্যদেরকে প্রবঞ্চনা করেছে, সে আজ নিজেই প্রবঞ্চিত। তার পিতা ইস্হাকও যাকোবকে একই প্রশ্ন করতে পারত, *"তবে কেন আমাকে প্রবঞ্চিত করলে?''* এর আগে তার দাদা এষৌ যাকোবের বিষয় এমন কথা বলেছে, ***"বাস্তবিক সে দু'বার আমাকে প্রবঞ্চনা করেছে, সে আমার জ্যেষ্ঠাধিকার চুরি করেছিল, . . . এখন আমার আশীর্বাদও চুরি করেছে''*** (২৭:৩৬)। প্রবঞ্চনার প্রশ্নে লাবন যাকোবকে যে উত্তর দিয়েছে, তা হল, ***"জ্যেষ্ঠার আগে কনিষ্ঠাকে দান করা আমাদের এখানকার রীতি নয়''*** (২৬ পদ)। ভাগ্যের কি পরিহাস!!! নিজের দেশে যাকোব চুরি করে যে জ্যেষ্ঠাধিকার অর্জন করেছে, বিদেশের মাটিতে সেই জ্যেষ্ঠাধিকারের মূল্য স্বীকার করতে সে বাধ্য হয়েছে। এর থেকে যে সত্য প্রকাশ পেয়েছে, তা হল, ঈশ্বর যাকোবের প্রতি হাল ছেড়ে দেননি, তিনি যাকোবের মধ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এমন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঈশ্বর যাকোবকে নিজের ভুল উপলব্ধি করার সুযোগ দিলেন।

কেবল তাই নয়, প্রবঞ্চনার যে পদ্ধতি লাবন এখানে ব্যবহার করেছে, তার মধ্যেও পিতাকে প্রবঞ্চনা করতে যাকোবের পদ্ধতি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। লাবন প্রথমে যাকোবকে ভোজ (দ্রাক্ষারসের রাত্রিভোজ) খাইয়েছিল, তারপর রাতের অন্ধকারে তাকে প্রবঞ্চিত করেছিল। যাকোবও প্রথমে তার পিতাকে মায়ের রান্না মাংস খাইয়েছিল এবং তারপর পিতার অন্ধত্বের সুযোগকে ব্যবহার করেছিল। লেয়ার দুর্বল চোখ নয়, কিন্তু যাকোবের চোখই লেয়াকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছিল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে যাকোব তার পিতার মতো অন্ধ হয়েছিল। সকালে, যখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, যাকোব দেখতে পেল, রাহেলের পরিবর্তে লেয়ার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এখন, রাহেলকে পাবার জন্য যাকোবকে আরও সাত বৎসর লাবনের দাস্যকর্ম করতে হবে। তবে সেই বেতন পাবার জন্য যাকোবকে সাত বৎসর অপেক্ষা করতে হবে না, রাহেলকে অগ্রিম দেওয়া হল।

খ। ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান: এমন ঘটনা দেখে, আমরা কি যাকোবের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন করব? অবশ্য, যাকোবের জন্য বেশি দুঃখ করার প্রয়োজন নেই। কারণ, তার নিজের দৃষ্টিকোন থেকে, যদিও তার প্রতি যথেষ্ট অন্যায় ও অবিচার চালানো হয়েছে, কিন্তু তার প্রতি এই সমস্ত ঘটনা ছিল ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানেরই অংশ। এর মধ্যেও যাকোবের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম কাজ করেছে, তিনি যাকোবকে ছেড়ে দিতে পারেন না। কিন্তু সমস্যা হল, সেই মুহূর্তে আমরা কেউই তা উপলব্ধি করতে পারি না। ভাস্কর যখন তার ছেঁনি-হাতুড়ি দিয়ে পাথরের চাঁইকে কেটে আকার দেয়, তখন কি সেই পাথর তার প্রতি ভাস্করের মনোযোগকে উপলব্ধি করতে পারে? অনেক সময় যাকোব হয়ত ইচ্ছা করেছিল, ঈশ্বর যেন অন্যদের মতো তাকে নিজের পছন্দ মতো পথে যেতে দেন। কিন্তু ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ যাকোবকে ধরেছে, তা কখনও যাকোবের প্রতি হাল ছাড়তে পারে না। ঈশ্বর যাকোবের জীবনে শুদ্ধিকরণ/পবিত্রীকরণের কাজ আস্তে আস্তে শুরু করেছেন।

ইস্হাক যাকোবকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, ***"ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করে ফলবান ও বহুপ্রজ করুন, যেন তুমি জাতিসমাজ হয়ে উঠ''*** (২৮:৩)। কিন্তু যাকোবের জীবনে এমন ঘটনাকে দেখে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, সেই আশীর্বাদ পূর্ণতার পক্ষে চিহ্ন কোথায়? ঘটনা যে দিকে মোড় নিয়েছে, তাতে প্রতিজ্ঞা পূর্ণতার পরিবর্তে ভেস্তে যাবারই সম্ভাবনা বেশি। কারণ, ইস্হাকের আশীর্বাদ অনুসারে, যাকোব একদিন সেই প্রতিজ্ঞাত দেশের অধিকারী হবে, এবং শান্তিতে বাসকারী তার অসংখ্য বংশধরদের দ্বারা সমগ্র পৃথিবী আশীর্বাদ পাবে; কিন্তু ২৯ অধ্যায়ের শেষে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? যাকোব মন দিয়ে ১৪ বৎসর তার মামার দাস্যকর্ম করেছে, কিন্তু তার পরিবর্তে যা লাভ করেছে, তা হল, কেবল দুই স্ত্রী, যারা একে অন্যকে সহ্য করতে পারে না (পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব); এমনকী যাকোবের সঙ্গেও তাদের খাপ খায় না। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের কল্পনা থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। আমরা যখন বাস্তব-ব্যবধান অনুভব করি, প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা বিষয়ে নিরাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি, তখনও কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সুরক্ষিত থাকে ও শেষ পর্যন্ত তা জয়লাভ করে। পরীক্ষা ও দুঃখভোগের মাধ্যমে ঈশ্বর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যখন আমাদের পরিশুদ্ধ করেন, তখন তা মোটেই আরামপ্রদ নয়, কিন্তু তা নিশ্চিত ভাবে আমাদের পরিবর্তিত করে। যাকোবের মতো আমাদেরকেও তিনি ঘসে মেজে এমন আকার দেন, যেন আমরা প্রত্যেকে তাঁর আলোক প্রতিফলিত করতে পারি।

গ। জগতের আশা: কিন্তু এটা কী করে সম্ভব? যাকোবের মতো লোককে ঈশ্বর কীভাবে এতখানি ভালোবাসতে পারেন? যাকোবের প্রতি ঈশ্বরের ব্যবহার আমাদের চিন্তা বা ধারণাকে সম্পূর্ণ উল্টে দেয়। আমাদের সাধারণ চিন্তা হল, ঈশ্বরের উচিৎ তাদের সাহায্য করা, যারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করে; এবং ঈশ্বর নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করবেন, যারা শিষ্টাচারী, নীতিবান ও ঈশ্বর-ভয়কারী। তিনি কখনও যাকোবের মতো মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চকদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন না। সেই সময় কি কোনও সৎ, ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি ছিল না? তাহলে, ঈশ্বর কেন যাকোবের মতো ব্যক্তিকে, যে ঈশ্বরে আস্থা রাখতে পারে না, সত্য কথা বলতে পারে না, এমন ব্যক্তিকে ব্যবহার করলেন? আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, এটাই হল ঈশ্বরের কাজ করার পদ্ধতি। তিনি তাঁর অনুগ্রহে অযোগ্যদের, অধার্মিকদের মনোনীত করেন, এবং তাদের কাছ থেকে তিনি তাঁর অনুগ্রহকে কখনও সরিয়ে নেন না। ১করিন্থীয় ১:২৭ পদে পৌল লিখেছে, *"কিন্তু ঈশ্বর জগতীস্থ মূর্খ বিষয় সকল মনোনীত করলেন, যেন জ্ঞানবানদের লজ্জা দেন; এবং ঈশ্বর জগতের দুর্বল বিষয় সকল মনোনীত করলেন, যেন শক্তিমন্ত বিষয় সকলকে লজ্জা দেন।"*

এখন প্রশ্ন হল, এমন লোকদের পছন্দ করার পিছনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা কী? অদ্ভুৎ হলেও, এই প্রশ্নের উত্তর আমরা অনেক শতাব্দী পরে কূপের ধারে দুই ব্যক্তির সাক্ষাতের মাধ্যমে দেখতে পাই। শমরীয়াতে যাকোবের দ্বারা খনন করা কূপের ধারে আমরা যীশুকে এমন একজন শমরিয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেখি, যার জীবন-যাত্রা যাকোবের থেকেও মন্দ ছিল (যোহন ৪:৪-২৬)। আবার আমরা যে সত্য দেখতে পাই, তা হল, কোনও ধার্মিক ব্যক্তির কাছে নয়, কিন্তু এমন একজন জঘন্য পাপীর কাছে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এ ছিল এমন স্ত্রীলোক যে পাঁচবার পাঁচজনকে বিবাহ করেছে, এবং তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছে এবং সেই সময় যার সঙ্গে ঘর করছে, সে তার স্বামী নয়। এখন, যথেষ্ট সঙ্গত কারণে সেই স্ত্রীলোকটি একজন অপরিচিত ব্যক্তির কাছে নিজের অসংগত জীবন জাহির করতে আগ্রহী ছিল না। তাই, যীশু যখন তার স্বামীকে ডেকে আনার কথা বলেছিলেন (১৬ পদ), তখন সে তার অসংগত জীবনযাত্রাকে লুকাবার ইচ্ছায় যীশুকে উত্তর দিয়ে বলেছিল, *"আমার স্বামী নেই"* (১৮ পদ)। কিন্তু যীশু যে ঈশ্বর, তিনি সেই স্ত্রীলোকের অতীত ও বর্তমান, সমস্ত ইতিহাস ভালো করে জানেন। এমন পরিস্থিতিতে, স্ত্রীলোকটি সেই অপ্রিয় আলোচনাকে অন্য দিকে ঘোরাতে ঈশতাত্ত্বিক বিষয়কে টেনে এনেছিল, ঈশ্বর আরাধনার সঠিক স্থান কোথায়: গেরেশিম পাহাড় না জেরুশালেম? (২০ পদ)। কিন্তু যীশু তার এই চালাকি ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁর মনোযোগ অন্যদিকে ফিরাতে পারেন না। পরিবর্তে, যীশু নিজেকে তাঁর কাছে প্রকাশ করে বলেছিলেন, *"যে কেউ এই জল পান করে, তার আবার পিপাসা পাবে। কিন্তু আমি যে জল দেব, তা যে কেউ পান করে, তার আর কখনও পিপাসা পাবে না, বরং আমি যে জল দেব, তা তার অন্তরে এমন জলের উনুই হবে, যা অনন্ত জীবন পর্যন্ত উথলিয়া উঠবে"* (১৩, ১৪ পদ)। তিনি তাকে আরও বললেন, *"প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করে, কারণ বাস্তবিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন"* (২৩ পদ)।

পিতা ঈশ্বর সৎ, ধার্মিক, ন্যায়পরায়ন ভজনা-কারীদের অন্বেষণ করেন না, কিন্তু তিনি তাদের অন্বেষণ করেন, যাদের মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়। যারা এমন শূন্য পাত্র, যাদের দেবার মতো নিজেদের কিছুই নেই, ঈশ্বর তাদের খোঁজ করেন এবং যীশু খ্রীস্টেতে তিনি তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত উত্তমতা দান করেন। শমরিয়াতে সেদিন সেই কূপের ধারে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যীশুর কথোপকথনের পরিণামে সে নিজে ও তার গ্রামের অনেকে জীবন পেয়েছিল (৪২ পদ)। পিতা ঈশ্বর এমন ভজনা-কারীদের অন্বেষণ করে চলেছেন ও তাদের সাদরে গ্রহণ করে চলেছেন।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যাকোব কখনও জগতের প্রত্যাশা হতে পারে না। কারণ, যাকোব রাহেলের মেষপালকে জল খাওয়াতে পারলেও, রাহেলের আত্মার তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। যাকোব রাহেলের কিংবা নিজের হৃদয়কে এমন ভাবে পরিবর্তিত করতে পারে না যে, তা থেকে জীবন জলের নদী প্রবাহিত হতে পারে। পরিবর্তে, যাকোব থেকে যা ছড়ায়, তা হল, প্রবঞ্চনা ও বিশৃঙ্খলা। কিন্তু আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, ঈশ্বরের হাতে তৈরী হবার কাজ যাকোবের জীবনে এখনও শেষ হয়নি। ঈশ্বর এই প্রবঞ্চককে তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে পরিবর্তিত করতে চলেছেন, যেন এই যাকোবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়। যাকোব পুনরায় বেথেলে ফিরে আসবে এবং এই ঈশ্বরের আরাধনা করবে, যাকোবকে ঈশ্বর তার সমস্ত ছল-চাতুরি থেকে মুক্ত করবেন।

আপনার ও আমার পরিস্থিতি কী? আমরা কি ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রকাশক? আমরা কি আমাদের হৃদয়ের পাপ ও অপরাধের গভীরতা জানি? আমরা কি জানি যে, আমরা স্বভাবত ঈশ্বরের প্রেম ও উত্তমতা লাভে অযোগ্য? আমাদেরকে তাঁর ভজনাকারী করার জন্য ঈশ্বরের অবিশ্রাম প্রচেষ্টার কথা কি আমরা উপলব্ধি করেছি? আমরা যেন সর্বদা সেই কথা মনে রাখি: যে ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহ আমাদের প্রতি প্রদর্শন করতে আমাদের মনোনীত করেছেন, তিনি আমাদের কখনও ছাড়বেন না, তাঁর সদয় তত্ত্বাবধান দ্বারা তিনি আমাদেরকে তাঁর মনের মতো মানুষে রূপান্তরিত করবেন। আমাদের ঈশ্বর আমাদের ন্যায় সবথেকে ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিদের দিয়ে তাঁর কাজ শুরু করেন, এবং যতদিন না তিনি আমাদেরকে অনন্ত কালের জন্য অপূর্ব সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করেন, ততদিন আমাদের প্রতি তাঁর সেই কাজ তিনি চালিয়ে যান।

আপনার ও আমার মতো বাঁকা বাদ্যযন্ত্রকে সোজা করতে ঈশ্বর তাঁর কাজ আস্তে আস্তে শুরু করেন। বেসুরো হৃদয়দেরকে তিনি তাঁর প্রশংসার্থে সুরেলা হৃদয়ে পরিবর্তিত করেন। তা একদিনের কাজ নয়, সময় লাগে; কিন্তু ঈশ্বর কোনও প্রকার তাড়াহুড়ো করেন না। আমাদের জীবনের সেই সমস্ত প্রান্তরের নির্বাসন কিংবা হতাশার সময়েও তিনি আমাদের জীবনে তাঁর পরিকল্পনা সাধন করে চলেন। ইফিষীয় ২:১০ পদের কথা মতো, **আমরা ঈশ্বরের রচনা,** খ্রীস্ট যীশুতে বিভিন্ন সৎকাজের জন্য ঈশ্বর আমাদের পূর্বে প্রস্তুত করেছেন, আমরা যেন সেই পথে চলি।

আসুন, তাঁর প্রেমপূর্ণ পরিকল্পনার কাছে আনন্দ সহকারে নিজেদের সমর্পণ করি। নির্বাসনের দিনগুলি অবশ্যই সুখকর নয়। কিন্তু যেন সেই সত্য মনে রাখি যে, এই নির্বাসনের স্থান আমাদের চিরকালের বাসস্থান নয়। যাকোবের কাছ থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই, তা হল, **লাবনের গৃহ যাকোবের বাসস্থান নয়।** লাবনের গৃহ হল যাকোবের অস্থায়ী বাসা মাত্র। যাকোবের যথার্থ বাসস্থান হল বেথেল, যেখানে ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করেছিলেন।

যাকোব এবং আমার-আপনার জন্য প্রকৃত বাসস্থান হল প্রান্তরে নির্বাসনের অপর প্রান্ত, যেখানে আমরা ঈশ্বরের গৃহে তাঁর সঙ্গে চিরকাল বসবাস করব, সঠিক সুরে তাঁর প্রশংসা করব। কিন্তু যতদিন না আমরা সেখানে পৌঁছাচ্ছি, এই পৃথিবীতে আমরা বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তাঁর প্রতিমূর্তিতে ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে চলেছি। সেই সত্য আমরা যতজন উপলব্ধি করেছি, তারা সকলে এই পৃথিবীতে বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মুকাবিলা করব। কারণ তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তাঁর পরিকল্পনা তিনি আমাদের জীবনে পূর্ণ করে চলেছেন। আমাদেরকে তাঁর মনের মতো মানুষে রূপান্তরিত করে চলেছেন। আরও জানব, এই নির্বাসন কালের শেষে তাঁর সঙ্গে বসবাসের অনন্ত আবাস তিনি আমাদের জন্য প্রস্তুত করছেন (যোহন ১৪:১-৩)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com